দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

200

প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের আবেদন

২ নং মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার একটি আদর্শ এবং প্রাচীনতম বিদ্যালয়। প্রতিবছর ৪।৫টি বৃত্তি লাভ করে স্কুলটি নিজস্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখেছে। ১৯৮৬ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ২টি টেলেন্টপুলসহ ৪টি বৃত্তি এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১ম, ২য়, ৩য় স্থানসহ উল্লেখযোগ্য ৬টি স্থান দখল করে। অত্র স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার উপজেলার আদর্শ, স্কুলের আদর্শ শিক্ষকের সার্টিফিকেট কুড়িয়ে এনেছে। এই স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ৪১৫ জন এবং শিক্ষক শিক্ষিকা ৭৫তে ছিল ৮ জন। বর্তমানে মাত্র ৬ জন।

স্কুলঘরটি সম্পূর্ণ পাকা দালান। স্বাধীনতা পরবর্তী কাল থেকে স্কুলঘরটির ছাদ, বিম একটু একটু করে এখানে সেখানে ভেঙ্গে যায়। ছাদের প্লাষ্টার খসে পড়তে থাকে। বর্তমানে ছাদ, বিম, কলাম ও লোড বিয়ারিং ওয়াল, দরজা, জানালাসহ সম্পূর্ণ জীর্ণ দশায় পৌঁছেছে। কখন কার ওপর ছাদ ভেঙ্গে পড়ে, কি দুর্ঘটনা ঘটে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

এদিকে মাধবপুর ইউনিয়নে ৫টি বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার কেন্দ্রও এই ২ নং মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীরা এই বিদ্যালয়ে এসে পরীক্ষা দিতেও ভয় পাচ্ছে।

স্কুল ঘরটি মেরামতের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ এখনও উদাসীন। বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করানোর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৭৫/এ, এস, তাং ২১-১০-৮৫ ইং অনুযায়ী ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ২৩৫।৭০।সি।জেড এক তারিখ ৫।১১।৮৫ ইং এর প্রেক্ষিতে গত ১৯।১১।৮৫ ইং উপজেলা প্রকৌশলী বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন এবং ফটো নেন। তিনি স্কুল ঘরটি সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার অনুপযোগী বলিয়া ঘোষণা করেন।

কিন্তু দীর্ঘ দুই বছরেও এখন পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ, ২ নং মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আরো শিক্ষক নিয়োগ এবং বিদ্যালয় গৃহটি নতুনরূপে তৈরী করে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের আশা পূরন করুন।

সুকুমার সিংহ বিমল
মাধবপুর, কেরামতনগর
কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার।

বৃন্দাবন কলেজ ছাত্রাবাসের সমস্যা

হবিগঞ্জ জেলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ সরকারী বৃন্দাবন কলেজের একমাত্র ছাত্রাবাসটি আজ বহুমুখী সমস্যায় জর্জরিত। সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথমত: বাথ রুমের দুরবস্থা-পানি সরবরাহের সুব্যবস্থা না থাকায় বাথরুম ব্যবহার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষ টেণ্ডারের মাধ্যমে একজন কন্ট্রাকটরকে দায়িত্ব দেয়। কিছু কিছু কাজও ইতিমধ্যে হয়েছে কিন্তু কাজটি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আজ্ঞাত কারণে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ছাত্রাবাসের বিশ জন ছাত্রের পানিবিহীন নোংরা বাথরুমে (যদিও আরও তিনটি বাথরুমের কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে আছে) ভিড় জমাতে হয়। দ্বিতীয়ত: ডাইনিং হলের অবস্থা আরও করুণ আবাসিক হল থেকে ডাইনিং হলের দূরত্ব প্রায় দুশ' গজ বৃষ্টি হলেই কাদা মাড়িয়ে ডাইনিং হলে যেতে হয়। আর ভেতরের অবস্থা আরও শোচনীয়। তৃতীয়-আবাসিক সংকট রয়েছে। ছাত্রাবাসের সিট সংখ্যা একশ। বর্তমানে ছাত্রাবাসে ডাবলিং ফ্লোরিং করে প্রায় দুশ' ছাত্র অবস্থান করছে। ফলে লেখা পড়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এঅবস্থায় আরেকটি আবাসিক হলের প্রয়োজন একান্ত জরুরী। একশজন আবাসিক ছাত্রের যে চেয়ার, টেবিলও খাটের প্রয়োজন তা নেই। উপরন্তু যে গুলি আছে সেগুলির অবস্থা নড়বড়ে।

আমাদের একমাত্র টি, ভি সেটটিও অকেজো হয় পড়েছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির আশু সমাধান একান্ত জরুরী। এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোহাম্মদ আলী,
২০৫, বৃন্দাবন কলেজ,
ছাত্রাবাস, হবিগঞ্জ।

আঠারবাড়ী ডিগ্রী কলেজ প্রসঙ্গে

ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলাধীন আঠারবাড়ী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা ১১ মাস যাবৎ সরকারী ভাতা পাচ্ছেন না। ফলে উক্ত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত ২২ জন স্বল্প বেতনভোগী শিক্ষক-কর্মচারী বর্তমানে চরম আর্থিক অনটনের ভেতর দিয়ে কষ্টকর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এ যাবৎ তাদের সমুদয় বকেয়া পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ২০ হাজার টাকা।

১৯৮৬ সালের এইচ,এস,সি পরীক্ষা সংক্রান্ত একটি অনিয়মের দরুন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর গত ডিসেম্বর মাস থেকে উক্ত কলেজের সকল শিক্ষক-কর্মচারীর সরকারী ভাতা বন্ধ রেখেছেন। পরীক্ষা সংক্রান্ত এ অনিয়মটি ছিল পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 'ক' সেট প্রশ্নপত্রের বদলে 'খ' সেট প্রশ্নপত্র সরবরাহ।

উপরোক্ত অনিয়মের জন্যে কলেজ ব্যবস্থাপনা পরিষদের পক্ষ থেকে 'অধ্যক্ষ'কে দায়ী করা হয় এবং এর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে অধ্যক্ষকে সাময়িকভাবে বরখাস্তপূর্বক এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে গত জানুয়ারী মাসেই।

কলেজ কর্তৃপক্ষের উক্ত ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর উপরোক্ত ২২ জন শিক্ষক-কর্মচারীর সরকারী ভাতা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তটি আজ পর্যন্ত প্রত্যাহার করেননি।

অতএব, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমীপে আমাদের নিবেদন—১ জনের অপরাধে ২২ জনকে আসামীর কাঠগড়ায় এনে ভোগান্তি না দিয়ে অবিলম্বে আঠারবাড়ী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের ১১ মাস যাবৎ বন্ধ থাকা সরকারী ভাতা পরিশোধ এবং পরবর্তী সময় থেকে নিয়মিত এ ভাতা প্রদানের ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে সদয় হোন।

এডভোকেট আবুবকর সিদ্দিক হিরো এবং কাজী শাহীন খান,
কিশোরগঞ্জ প্রেসক্লাব।